বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়
BANGLADESH OPEN UNIVERSITY

বাউবি'র দীক্ষা: সবার জন্য উন্মুক্ত
কর্মমুখী, গণমুখী ও জীবনব্যাপী শিক্ষা

শিক্ষা নিয়ে গড়ব দেশ,
শেখ হাসিনার বাংলাদেশ

শুভেচ্ছাপত্র

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩১তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে সকল শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারী, সমন্বয়কারী, টিউটর, শিক্ষার্থী ও শুভানুধ্যায়ীদের জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা

একত্রিশ বছরের এ অগ্রযাত্রায় প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে মান্যবর চ্যান্সেলর, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন, প্রাক্তন ও বর্তমান সহকর্মী, সতীর্থ, অ্যালামনাই এবং সুহৃদদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। বাউবির বিধিবদ্ধ সকল পর্ষদ-সদস্যসহ সকলের অবদান ও অনুপ্রেরণা শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি।

আজ থেকে ৩১ বছর আগে ১৯৯২ সালের ২১ অক্টোবর উন্মুক্ত ও দূরশিক্ষণের মাধ্যমে দেশের পিছিয়ে পড়া এবং অবহেলিত জনগোষ্ঠীর মাঝে শিক্ষাসেবা পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে যাত্রা শুরু হয় এই বিশ্ববিদ্যালয়ের। দেশের মানব সম্পদ উন্নয়ন ও দক্ষ জনশক্তি তৈরিতে সবার জন্য উন্মুক্ত কর্মমুখী, গণমুখী ও জীবনব্যাপী শিক্ষা এই দীক্ষা নিয়ে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করে বাউবি প্রান্তিক পর্যায় পর্যন্ত নিজস্ব শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে।

বঙ্গবন্ধুর সার্বজনীন শিক্ষানীতি ও শিক্ষা ভাবনার আলোকে সব বয়স ও সকল শ্রেণী পেশার মানুষ, পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী, ক্ষুদ্রনৃগোষ্ঠী, প্রতিবন্ধী, তৃতীয় লিঙ্গের জনগোষ্ঠীসহ সকলকে এক সারিতে অন্তর্ভুক্ত করে আলোকিত জনগোষ্ঠী গঠনে নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে বাউবি। সারা দেশজুড়ে রয়েছে বাউবির ক্যাম্পাস ও প্রান্তিক পর্যায় পর্যন্ত নেটওয়ার্ক যার মাধ্যমে শিক্ষাসেবা সম্প্রসারণ ও দরিদ্র শিক্ষার্থীদের আলোকিত করে যাচ্ছে। বর্তমানে বাউবিতে এসএসসি থেকে শুরু করে পিএইচডি পর্যন্ত শিক্ষাকার্যক্রম চালু রয়েছে। নারী শিক্ষায় এক অভূতপূর্ব সাফল্য এনে দিয়েছে বাউবির উন্মুক্ত শিক্ষণ পদ্ধতি। বাউবির মোট শিক্ষার্থীর প্রায় ৪০ শতাংশ নারী। বাউবির মাধ্যমে শিক্ষা ও জ্ঞান লাভ করে চিন্তার প্রতিফলন ঘটিয়ে তারা কর্মক্ষেত্রে আজ অনেকেই স্বাবলম্বী যা বাউবির ঐকান্তিক প্রচেষ্টার সফল রূপায়ন।

বাউবির প্রযুক্তি বান্ধব শিক্ষা কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রবাসে বসবাসরত বাঙালি জনগোষ্ঠী ও রেমিটেন্স যোদ্ধাদের জন্য চালু করেছে বহিঃ বাংলাদেশ দূরশিক্ষণ কার্যক্রম। বাউবির শিক্ষাকার্যক্রম বিস্তরণ ও প্রযুক্তিবান্ধব শিক্ষাসেবায় রয়েছে ই-বুক, বাউবি ওপেন টিভি, ওয়েব টিভি, ওয়েব রেডিও, বাউবি টিউব, বাউবি অ্যাপস, মোবাইল অ্যাপস, টুইটার, ফেসবুক, ই-মেইল, ই-লার্নিং, এলএমএস এবং অনলাইন শিক্ষাকার্যক্রম।

বাউবির কর্মমুখী, গণমুখী, ও জীবনব্যাপী শিক্ষার প্রতি আগ্রহী হয়ে ভৌগোলিক সীমারেখা ভেদে সবাই যুক্ত হয়েছে বাউবির শিক্ষার আলোক ধারায়। প্রবাসী বাঙালি ও রেমিটেন্স যোদ্ধারা প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে নিজেদেরকে দক্ষ ও যোগ্য করে গড়ে তুলতে এবং আত্মমর্যাদা নিয়ে টিকে থাকতে যুক্ত হয়েছে বাউবির ছায়াতলে। তারা বিদেশে বসেই লেখাপড়া করে সেখানেই পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারছে। বাউবি তাদের জন্য সে সুযোগ উন্মোচিত করেছে। বাউবির বহিঃ বাংলাদেশ শিক্ষা প্রোগ্রাম চালুর ফলে বৈশ্বিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটে এবং দেশের গতিশীল অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রবাসী রেমিটেন্স যোদ্ধারা অবদান রাখছেন।

বর্তমানে বাউবির বহিঃ বাংলাদেশ (নিশ-২) শিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় দক্ষিণ কোরিয়া, সৌদি আরব, কাতার, কুয়েত ও ইতালিতে এসএসসি, এইচএসসি ও বিএ/বিএসএস শিক্ষাকার্যক্রম চালু রয়েছে।

তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের আলোকে শিক্ষাসেবা, বঙ্গবন্ধুর শিক্ষাভাবনা, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের 'স্বপ্নের সোনার বাংলা' মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উন্নত বাংলাদেশ গড়ার রূপকল্প বাস্তবায়ন, স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ ও ডেল্টাপ্ল্যান বাস্তবায়নের পরিকল্পনাকে সামনে রেখেই বাউবি কাজ করে যাচ্ছে।

বাউবি পরিবারের সকল সদস্যের নিরলস প্রচেষ্টা, আন্তরিকতা, একনিষ্ঠতা এবং দেশের প্রতি উদার মানসিকতা ও ভালোবাসায় বাউবির মাধ্যমে দেশের শিক্ষাক্ষেত্রে তৈরি হয়েছে এক নতুন দিগন্ত। গণমানুষের মাঝে শিক্ষার আলো জ্বালাতে এবং গণতন্ত্রের বিকাশে সরকারের ডিজিটাল শিক্ষা বাস্তবায়ন ও শিক্ষার মানোন্নয়নে বাউবি এক অনন্য ভূমিকা পালন করে আসছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বপ্ন বাস্তবায়ন আজ অনেকটাই সফল।

বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের সকলের সক্রিয় সহযোগিতা, আন্তরিকতা ও স্বতঃস্ফূর্ততা এক অনন্য প্রেরণা। আমি সকল সদস্যের কল্যাণ কামনা করছি। উন্নত, সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলা ও স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে আমাদের ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস অব্যাহত থাকবে।

জয় বাংলা। জয় বঙ্গবন্ধু।

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় চিরজীবী হোক।

তারিখ: ৫ কার্তিক ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, ২১ অক্টোবর ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

অধ্যাপক সৈয়দ হুমায়ুন আখতার পিএইচডি
উপাচার্য